দৈনিক সংবাদ

19

তারিখ 15 FEB 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

বইয়ের সংকট এখনো কাটেনি লেখাপড়া বিঘ্নিত

।। কমল সাহা ।।

ঝিনাইদহ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী। মাধ্যমিক পর্যায়ে বোর্ডের বই-এর সংকট এখনো কাটেনি। বোর্ডের বই নিয়ে দুর্নীতি ও কালোবাজারি অব্যাহত রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হয়রানি হচ্ছে, লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

শিক্ষাবর্ষের প্রায় দেড়মাস পার হতে চললো এখনও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সবগুলো বোর্ডের বই প্রকাশ ও বাজারজাত করতে পারেনি। যে বইগুলো ইতিমধ্যে প্রকাশ ও বাজারজাত করা হয়েছে তার মধ্যেও কয়েকটি বই বাজার থেকে উধাও। বাকী বইগুলো ও সমিতির সদস্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দোকানদাররা নির্ধারিত কমিশনে পাচ্ছে না, নির্ধারিত কমিশন থেকে অনেক কম কমিশনে কালোবাজার থেকে বই কিনতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, বোর্ডের বই-এর মোট সংখ্যা ৬৪টি। গত সপ্তাহ পর্যন্ত সমিতি ৪০টি বই প্রকাশ ও বাজারজাত করেছে। বাকী বইগুলো কবে প্রকাশ ও বাজারজাত হবে তা জানা যায়নি। যে বইগুলো এখনও প্রকাশ ও বাজারজাত হয়নি তার মধ্যে কয়েকটি বই-এর জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা হন্যে হয়ে ঘুরছে। এ বইগুলো হচ্ছে: ৬ষ্ঠ শ্রেণীর অংক, ৭ম শ্রেণীর অংক, কৃষি বিজ্ঞান ও হিন্দু ধর্ম, ৮ম শ্রেণীর কৃষি বিজ্ঞান, হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এবং নবম শ্রেণীর ইংরেজী ব্যাকরণ, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস ও আধুনিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে যে বইগুলো প্রকাশ ও বাজারজাত করা হয়েছে তার মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম, ৭ম শ্রেণীর ইংরেজী ও ৮ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বাজার থেকে একরকম উধাও। কালোবাজারে অবশ্য অভাব নেই। এগুলো এখন বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। প্রকাশিত অন্য বইগুলো ও সমিতির সদস্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বই-য়ের দোকানদাররা সমিতির নির্ধারিত কমিশন পাচ্ছে না। সমিতির সদস্য বই-এর দোকানদারদের নির্ধারিত কমিশন শতকরা ২২'৫০ টাকা। সেখানে তাদের কালোবাজার থেকে শতকরা মাত্র ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকা কমিশনে এ সকল বই কিনতে হচ্ছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, ঢাকার বই বাজারের এই প্রভাব এসে পড়েছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বই-এর দোকানদারদের ঢাকা থেকে বেশী দামে বই কিনতে হচ্ছে বলে তারাও ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করছে। এদিকে বই না পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেবল হয়রানিই হচ্ছে না, তাদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে অভিভাবকদের কালোবাজার থেকে চড়া দামে বই যোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।